দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

রাজশাহী পলিটেকনিকের তিন ছাত্রাবাস বন্ধ সাড়ে ৫ বছর

ছাত্রমৈত্রী-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জের

■ আনিসুজ্জামান, রাজশাহী অফিস

সাড়ে পাঁচ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তিনটি ছাত্রাবাস। ফলে আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। দ্রুত ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, ২০১০ সালের ৭ জানুয়ারি ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্রমৈত্রীর নেতা রেজাওয়ানুল চৌধুরী সানি নিহত হন। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য পলিটেকনিক বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের বিকেল পাঁচটার মধ্যে ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর প্রতিষ্ঠানটি খুললেও দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর ধরে বন্ধই রাখা হয়েছে তিনটি ছাত্রাবাস।

অধ্যক্ষ প্রকৌশলী আব্দুর রেজ্জাক বলেন, দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকায় ছাত্রাবাসগুলো বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এখন সংস্কার ছাড়া সেগুলো খুলে দেয়া যাবে না। এ জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ১২ লাখ টাকার চাহিদাপত্র দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা ছাত্রাবাস তিনটি পরিদর্শনও করেছেন। বরাদ্দ পেলেই সংস্কার করে সেগুলো খুলে দেয়া হবে।

একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, রাজশাহী পলিটেকনিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রমৈত্রীর দ্বন্দ্ব এখনও বিদ্যমান। ছাত্রলীগ চাইলেও ছাত্রমৈত্রীর বিরোধিতায় ছাত্রাবাসগুলো খুলে দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। কারণ ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কায় রয়েছে ছাত্রমৈত্রীর নেতাকর্মীরা। অধ্যক্ষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'আমি গত ১ আগস্ট যোগদান করেছি। এরপরই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ছাত্রাবাস খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছে। তবে অপর একটিপক্ষ (ছাত্রমৈত্রী) ছাত্রাবাসগুলো খুলে না দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ইনস্টিটিউট সূত্র জানায়, তিনটি ছাত্রাবাসের দুইটি ছাত্রদের এবং একটি ছাত্রীদের। ছাত্রদের দ্বিতল শহীদ মোশাররফ ও শাহ নেয়ামতুল্লাহ (র.) ছাত্রাবাসে প্রায় ২১০ শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রীদের তিনতলা আক্তারুন্নেসা ছাত্রাবাসে ৮৮ জনের আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যবহুত ছাত্রাবাস ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সামনের রাস্তায় আগাছা জন্মেছে।

ছাত্রাবাস খোলার জন্য গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ও উপাধ্যক্ষ আলী আকবর খান বলেন, ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেয়ার বিষয়ে ২০১৪ সালে তাকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরে তিনি ছাত্রাবাস খোলার সুপারিশ করে অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবেদন দেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে ছাত্রাবাসগুলো খোলার বিষয়ে অগ্রগতি হয়নি। পলিটেকনিক শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান রিগেন বলেন, 'আমরা সবসময়ই ছাত্রাবাস খোলার দাবি জানিয়ে আসছি। হোস্টেল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। তবে যোগাযোগের চেষ্টা করেও শাখা ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি হৃদয়কে পাওয়া যায়নি।